# বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯

## সূচিপত্র

**ধারাসমূহ**

### প্রথম অধ্যায়

### প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আইনের প্রবর্তন

২। আইনের প্রযোজ্যতা

সাধারণভাবে প্রতিকার মঞ্জুর করিবার ক্ষমতার ব্যাপ্তি এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, বা বাতিলের ডিক্রি প্রদানের ক্ষমতা।

৩। ব্যাখ্যামূলক দফা

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### অধিক্ষেত্র

৪। হাইকোর্ট বিভাগের দাম্পত্য সম্পর্কিত এখতিয়ারের ক্ষমতা প্রয়োগ এই আইন সাপেক্ষ হইবে ব্যতিক্রম

৫। [বিলুপ্ত]

৬। [বিলুপ্ত]

৭। যুক্তরাজ্যের বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের নীতিমালা অনুসারে আদালত কাজ করিবে

৮। হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ এখতিয়ার

মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা

৯। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স

### তৃতীয় অধ্যায়

### বিবাহ বিচ্ছেদ

১০। স্বামী যখন বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন

স্ত্রী যখন বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করতে পারিবেন

আবেদনের বিষয়বস্তু

১১। ব্যভিচারী সহ-বিবাদী হইবেন

১২। আদালত যোগ-সাজশ অনুপস্থিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবে

১৩। দরখাস্ত খারিজ

১৪। আদালতের বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি প্রদানের ক্ষমতা

মওকুফ

১৫। বিরোধিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণে প্রতিকার

১৬। শর্ত সাপেক্ষে বিচ্ছেদ ডিক্রি

যোগ-সাজশ

১৭। জেলা জজ কর্তৃক বিচ্ছেদ ডিক্রি নিশ্চিতকরণ

১৭ক। রাজার প্রক্টরের দায়িত্ব পালনের জন্য অফিসার নিয়োগ

## চতুর্থ অধ্যায়

## বিবাহ বাতিল

১৮। বিবাহ বাতিলের জন্য দরখাস্ত

১৯। ডিক্রি প্রদানের কারণসমূহ

২০। জেলা জজ এর ডিক্রি নিশ্চিতকরণ

২১। বাতিল বিবাহের শিশুরা

## পঞ্চম অধ্যায়

## বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদ

২২। আহার নিবাস (মেনসা-এট-টোরো) বিবাহবিচ্ছেদ ডিক্রি নিষিদ্ধ তবে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদ দরখাস্ত করা যাইবে

২৩। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত

২৪। অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী কুমারী বলিয়া বিবেচিত হইবে

২৫। চুক্তি ও মামলা করিবার উদ্দেশ্যে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী কুমারী বলিয়া বিবেচিত হইবে

## বিচ্ছেদের ডিক্রি বাতিল

২৬। স্বামী বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রাপ্ত বিচ্ছেদের ডিক্রি বাতিল করা যাইবে

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

**সুরক্ষা-আদেশ**

২৭। পরিত্যক্ত স্ত্রী সুরক্ষার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন

২৮। আদালত সুরক্ষা-আদেশ দিতে পারিবে

২৯। আদেশ খারিজ বা পরিবর্তন

৩০। আদেশের নোটিশের পর স্ত্রীর সম্পত্তি জব্দ করিলে স্বামীর দায়

৩১। আদেশ জারি থাকাকালীন স্ত্রীর আইনগত মর্যাদা

**সপ্তম অধ্যায়**

**দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার**

৩২। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য দরখাস্ত

৩৩। দরখাস্তের জবাব

**অষ্টম অধ্যায়**

**ক্ষতিপূরণ ও খরচ**

৩৪। ব্যভিচারীর নিকট হইতে স্বামী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন

৩৫। ব্যভিচারীকে খরচ প্রদানের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

আবেদনকারীকে খরচ প্রদানের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

**নবম অধ্যায়**

**খোরপোষ**

৩৬। বিচারাধীন মামলায় খোরপোষ

৩৭। চিরস্থায়ী খোরপোষ দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

মাসিক সাপ্তাহিক খোরপোষ দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৩৮। আদালত স্ত্রী বা তাহার ট্রাস্টিকে খোরপোষ পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবে

## দশম অধ্যায়

## বন্দোবস্ত

৩৯। স্বামী এবং শিশুদের সুবিধার জন্য স্ত্রীর সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

ক্ষতিপূরণ বন্দোবস্ত

৪০। বিবাহ-পূর্ব বা বিবাহ-উত্তর বন্দোবস্ত অস্তিত্বের অনুসন্ধান

## একাদশ অধ্যায়

## শিশুদের হেফাজত

৪১। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় শিশুদের হেফাজত সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৪২। ডিক্রির পরে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৪৩। বিবাহ আবসান বা বাতিলের মামলায় শিশুদের হেফাজত সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

৪৪। ডিক্রি বা নিশ্চিতকরণের পরে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

## দ্বাদশ অধ্যায়

## পদ্ধতি

৪৫। দেওয়ানি কার্যবিধির প্রয়োগ

৪৬। দরখাস্ত এবং বিবৃতির ফরম

৪৭। দরখাস্তের উপর স্ট্যাম্প ও যোগসাজশ অনুপস্থিতি সংক্রান্ত বিবৃতি

বিবৃতি যাচাইকরণ

৪৮। অপ্রকৃতিস্থদের পক্ষে মামলা

৪৯। নাবালকদের মামলা

৫০। দরখাস্ত জারি

৫১। সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি

৫২। নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যক্ততার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর যোগ্যতা

৫৩। রুদ্ধদ্বার বিচার করিবার ক্ষমতা

৫৪। মুলতুবী করিবার ক্ষমতা

৫৫। আদেশ ও ডিক্রি জারি এবং আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল

খরচ প্রদান আদেশের বিরুদ্ধে আপিল প্রযোজ্য নয়

৫৬। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের

**ত্রয়োদশ অধ্যায়**

**পুনঃবিবাহ**

৫৭। পক্ষগণের পুনঃবিবাহ করিবার স্বাধীনতা

৫৮। ব্যভিচারের কারণে তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিবাহ সম্পাদনে ইংরেজ ধর্মযাজকগণ বাধ্য নহে

৫৯। বিবাহ অনুষ্ঠান অস্বীকৃত হইলে ইংরেজ মন্ত্রী তাহার গীর্জা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন

**চতুর্দশ অধ্যায়**

**বিবিধ**

৬০। ডিক্রি বা সুরক্ষা-আদেশ রদের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পাদিত কর্মের বৈধতা

ডিক্রি বা সুরক্ষা আদেশ রদের নোটিশ প্রাপ্তির পূর্বে স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের ক্ষতিপূরণ

৬১। অপরাধমূলক কথোপকথনের মামলা দায়েরে বাধা

৬২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

**ফরমসমূহের তফসিল**

**ক্রমিক নং**

১। ব্যভিচারের কারণে সহ-বিবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণসহ স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত

২। বিবাদীর পক্ষে ১ নং দরখাস্তের জবাব

৩। সহ-বিবাদীর পক্ষে ১ নং দরখাস্তের জবাব

৪। বিবাহ বাতিল ডিক্রির দরখাস্ত

৫। স্বামীর ব্যভিচারের কারণে স্ত্রী কর্তৃক বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত

৬। ৫ নং দরখাস্তের জবাব

৭। ৬ নং জবাবের পাল্টা জবাব

৮। নিষ্ঠুরতার কারণে বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত

৯। ৮ নং দরখাস্তের জবাব

১০। বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি রদের দরখাস্ত

১১। সুরক্ষা-আদেশের জন্য দরখাস্ত

১২। বিচারাধীন মামলায় খোরপোষের জন্য দরখাস্ত

১৩। ১২ নং দরখাস্তের জবাব

১৪। নাবালকের নিকটতম বন্ধু দ্বারা ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গীকার।

# [১]বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯

(১৮৬৯ সনের ৪ নং আইন)

[২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯]

[২]বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিবাহ সম্পর্কিত আইন সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

## প্রস্তাবনা

যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন সংশোধন করা এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে নির্দিষ্ট আদালতের এখতিয়ার প্রদান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

## প্রথম অধ্যায়

## প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আইনের প্রবর্তন।-** এই আইন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন নামে অভিহিত হইবে, এবং ১ এপ্রিল, ১৮৬৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **আইনের প্রয়োগ।-**এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

**সাধারণভাবে প্রতিকার মঞ্জুর করিবার এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, বা বাতিলের ডিক্রি প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ।-** দরখাস্তকারী বা বিবাদী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী না হইলে, এই আইনের অধীন কোনো আদালত কোনো প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবে না, অথবা দরখাস্ত দাখিলের সময় বিবাহের পক্ষগণ বাংলাদেশের ডমিসাইল না হইলে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রদান করিবে না,

অথবা [৩][২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পূর্বে পাকিস্তানে] বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হইলে, বিবাহের বাতিলের ডিক্রি প্রদান করিবে না, এবং উক্ত তারিখে বা পরে বাংলাদেশে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে এবং দরখাস্ত দাখিলের সময়, বা এই আইনের অধীন কোনো প্রতিকার প্রদানের সময় দরখাস্তকারী বাংলাদেশের অধিবাসি হইলে, দরখাস্ত দাখিলের সময় দরখাস্তকারী বাংলাদেশে বসবাসরত না হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিলের ডিক্রি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিকার প্রদান করিবে না:

---

[১] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা এই আইনের সকল স্থানে, ভিন্নরূপ কোনো বিধান ব্যতীত, "পাকিস্তান", "প্রাদেশিক সরকার" বা "উক্ত সরকার", “হাই কোর্টস” বা হাইকোর্ট বা “একটি হাইকোর্ট " এবং "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "সরকার", "হাইকোর্ট বিভাগ" এবং "আপিল বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা এই আইনের সকল স্থানে, ভিন্নরূপ কোনো বিধান ব্যতীত, "পাকিস্তান", "প্রাদেশিক সরকার" বা "উক্ত সরকার", “হাই কোর্টস” বা হাইকোর্ট বা “একটি হাইকোর্ট " এবং "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "সরকার", "হাইকোর্ট বিভাগ" এবং "আপিল বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখের পূর্বে ভারতে” শব্দগুলির পরিবর্তে "২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পূর্বে পাকিস্তানে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, দরখাস্তকারী বা বিবাদী মুসলিম হইলে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই আদালতকে এই আইনের অধীন কোনো প্রতিকার প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৩। **ব্যাখ্যামূলক দফা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

[৪][***]

[৫][(২) "জেলা জজ" অর্থ জেলার প্রধান দেওয়ানি আদালতের বিচারক;]

(৩) "জেলা আদালত" অর্থ, এই আইনের অধীন যে কোনো দরখাস্তের ক্ষেত্রে, স্থানীয় সীমায় সাধারণ এখতিয়ারের জেলা জজের আদালত, বা এই আইনের অধীন যাহার এখতিয়ারের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী বসবাস করেন বা সর্বশেষ একসাথে বসবাস করিয়াছিলেন সেই জেলা জজের আদালত;

(৪) "আদালত" অর্থ হাইকোর্ট বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, জেলা আদালত;

(৫) "নাবালক সন্তান" অর্থ, [৬][বাংলাদেশে ডমিসাইল পিতা]-এর পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে যাহার বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এবং [৭][বাংলাদেশে ডমিসাইল পিতা]-এর কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে, যাহার বয়স তেরো বৎসর পূর্ণ হয় নাই: অন্যান্য ক্ষেত্রে, ইহার অর্থ অবিবাহিত সন্তান যাহারা আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই;

(৬) "অজাচারী ব্যভিচার" অর্থ একজন স্বামীর দ্বারা এমন কোনো মহিলার সহিত ব্যভিচার যাহার সহিত তিনি, যদি তাহার স্ত্রী মারা যায়, জন্মসূত্রে নিষিদ্ধ সম্পর্ক (জন্মগত ও আইনগত) থাকিবার কারণে বৈধভাবে বিবাহের চুক্তি করিতে পারেন না;

(৭) "ব্যভিচারসহ দ্বি-পত্নিকরণ" অর্থ দুই পতি গ্রহণকারী মহিলার সহিত ব্যভিচার;

(৮) "অন্য মহিলার সহিত বিবাহ" অর্থ পূর্ব স্ত্রীর জীবদ্দশায় যে কোনো বিবাহিত ব্যক্তির বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও দ্বিতীয় বিবাহ;

(৯) "পরিত্যক্ততা" বলিতে অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যাগকে বুঝাইবে: এবং

(১০) "সম্পত্তি" অর্থে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে, উত্তরাধিকারী হিসাবে অর্জিত সম্পত্তি, অথবা ট্রাস্টি, বা এক্সিকিউটর, বা উইলকারীর প্রশাসক হিসাবে অধিকারপ্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি; এবং উইলকারী বা উইল সম্পাদন না করা ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ হইতে এইরূপ কোনো স্ত্রী এক্সিকিউটর বা প্রশাসক হিসাবে অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

[৪] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দফা (১) বিলুপ্ত।

[৫] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দফা (২) এর পরিবর্তে দফা (২) প্রতিস্থাপিত।

[৬] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "জন্মগত পিতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশে ডমিসাইল পিতা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৭] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "জন্মগত পিতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশে ডমিসাইল পিতা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## অধিক্ষেত্র

৪। **হাইকোর্ট বিভাগের দাম্পত্য সম্পর্কিত এখতিয়ারের ক্ষমতা প্রয়োগ এই আইন সাপেক্ষ হইবে ব্যতিক্রম।**— আহার নিবাস বিবাহ বিচ্ছেদ (divorce a mensa et toro) এবং দাম্পত্য সম্পর্কিত অন্য সকল কারণ, মামলা ও বিষয়াদির ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ বর্তমানে যে সকল এখতিয়ার প্রয়োগ করিতেছে উহা হাইকোর্ট বিভাগ এবং জেলা আদালত কর্তৃক কেবল এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রয়োগ করা হইবে, এবং অন্য কোনোভাবে নয়: তবে বিবাহ-লাইসেন্স এমনভাবে মঞ্জুর করা যাইবে, যেন এই আইন প্রণয়ন করা হয় নাই।

৫। **[বিলুপ্ত]।** [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৬। **[বিলুপ্ত]** [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৭। **যুক্তরাজ্যের বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের নীতিমালা অনুসারে আদালত পরিচালনা করিবে।-** এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, হাইকোর্ট বিভাগ এবং জেলা আদালতসমূহ, ইংল্যান্ডের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং দাম্পত্য সংক্রান্ত আদালত যে সকল নীতি ও নিয়মাবলি অনুসারে পরিচালিত হয় ও প্রতিকার প্রদান করিয়া থাকে সেই সকল নীতি ও নিয়মাবলি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিয়া, এই অধীনের দায়েরকৃত সকল মামলা ও কার্যবিধি পরিচালনা ও প্রতিকার প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই উক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারিক আদালতকে বিরত করিবে না, যদি ঘটনার সময় বিবাহের পক্ষদ্বয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দাবি করিয়া প্রতিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

৮। **হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ এখতিয়ার।-** হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত মনে করিলে, যে কোনো সময় এই আইনের অধীন এখতিয়ারের সীমার মধ্যে জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত যে কোনো মামলা বা কার্যক্রম অপসারণ করিয়া আদি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত হিসাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

**মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা।-** হাইকোর্ট বিভাগ এইরূপ কোনো মামলা বা কার্যধারা প্রত্যাহার করিতে পারিবে, এবং অন্য কোনো জেলা জজ আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য ইহাকে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৯। **হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স।-** এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলা জেলা আদালতে শুনানির পূর্বে বা পরবর্তী কোনো পর্যায়ে বা ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো আইন বা রীতিনীতির বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, আদালত, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা কোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে, মামলার একটি বিবৃতি প্রদানপূর্বক নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া, হাইকোর্ট বিভাগে সিদ্ধান্তের জন্য রেফার করিতে পারিবে,

শুনানির পূর্বে বা শুনানির সময় প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, জেলা আদালত এইরূপ কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে, বা উক্তরূপ রেফারেন্সের বিচারাধীন থাকা অবস্থায় মামলার কার্যক্রম অগ্রসর করিতে পারিবে এবং হাইকোর্ট বিভাগের মতামত সাপেক্ষে ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে।

কোনো ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হইলে, রেফারেন্সের বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত উহার বাস্তবায়ন স্থগিত থাকিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## বিবাহ বিচ্ছেদ

১০। **স্বামী যখন বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।-** যে কোনো স্বামী জেলা আদালতে বা হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত দাখিল করিয়া, বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় হইতে তাহার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত কারণ দেখাইয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

**স্ত্রী যখন বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।-** যে কোনো স্ত্রী জেলা আদালতে বা হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিম্নলিখিত যে কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণার প্রার্থনা করিতে পারিবেন:

-বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় হইতে তাহার স্বামী খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম পালন করিতেছেন, এবং অন্য মহিলার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক রহিয়াছে;

বা অশ্লীল ব্যভিচারের জন্য দোষী হইয়াছেন,

বা দুই পতি গ্রহণকারী মহিলার সহিত ব্যভিচার করিতেছেন,

বা ব্যভিচারে লিপ্ত অন্য মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন,

বা ধর্ষণ, সমকামিতা বা পাশবিকতা করিয়াছেন,

বা ব্যভিচারের সহিত নিষ্ঠুরতা যেখানে ব্যভিচার ছাড়াও স্ত্রী মেনসা এ টোরো বিচ্ছেদের দাবি করিতে পারিবেন,

বা দুই বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য যৌক্তিক অজুহাত ছাড়া ব্যভিচারের সহিত পরিত্যক্ততা।

**দরখাস্তের বিষয়বস্তু।—** এইরূপ প্রত্যেকটি দরখাস্তে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, প্রকৃতি অনুযায়ী যতদুর সম্ভব, স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১১। **ব্যভিচারী সহ-বিবাদী হইবেন।-** স্বামী কর্তৃক দাখিলকৃত এইরূপ কোনো দরখাস্তে অভিযুক্ত ব্যভিচারীকে উক্ত দরখাস্তে সহ-বিবাদী করা হইবে, যদি না তিনি আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কারণে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন:

(ক) বিবাদী পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত, এবং দরখাস্তকারী ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে চেনেন না;

(খ) অভিযুক্ত ব্যভিচারীর নাম দরখাস্তকারী জানিতেন না যদিও তিনি ইহা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন;

(গ) অভিযুক্ত ব্যভিচারী মৃত।

১২। **আদালত যোগ-সাজশ অনুপস্থিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবে।-** বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এইরূপ কোনো দরখাস্তে, আদালত কেবল অভিযুক্ত ঘটনার বিষয়েই সন্তুষ্ট হইবেন না, বরং যতদুর সম্ভব যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্তুষ্ট হইবেন যে, দরখাস্তকারী এইরূপ বিবাহ বা ব্যভিচারের সহায়ক বা যোগ-সাজশকারী ছিলেন কিনা, বা এইরূপ ব্যভিচার মার্জনা করিয়াছেন কিনা, এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত পাল্টা অভিযোগও অনুসন্ধান করিবেন।

১৩। **দরখাস্ত খারিজ।-** এইরূপ কোনো দরখাস্তে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তকারীর মামলা প্রমাণিত হয় নাই, বা অভিযুক্ত ব্যভিচারের ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, বা দরখাস্তকারী এইরূপ বিবাহ বা ব্যভিচারের সহায়ক বা যোগ-সাজশকারী ছিলেন, বা এইরূপ ব্যভিচার মার্জনা করিয়াছেন, বা দরখাস্তকারী অন্য বিবাদীদের সহিত যোগ-সাজশে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত দরখাস্তটি খারিজ করিবেন।

এই ধারার অধীন কোনো জেলা আদালত কর্তৃক দরখাস্ত খারিজ করা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী হাইকোর্ট বিভাগে অনুরূপ আরেকটি দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। **আদালতের বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি প্রদানের ক্ষমতা।-** সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তকারীর মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী এইরূপ বিবাহ বা ব্যভিচারের সহায়ক বা যোগ-সাজশকারী ছিলেন না, বা এইরূপ ব্যভিচার মার্জনা করেননি, বা দরখাস্তকারী অন্য বিবাদীদের সহিত যোগ-সাজশে দরখাস্ত দাখিল করেন নাই, তাহা হইলে আদালত ধারা ১৬ ও ১৭ এর বিধানাবলি ও পদ্ধতি সাপেক্ষে, ডিক্রি ঘোষণা পূর্বক এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত এইরূপ ডিক্রি ঘোষণা করিতে বাধ্য থাকিবে না, যদি দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী বিবাহকালীন ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন, দোষী হইয়াছে, বা আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিতে অযৌক্তিক বিলম্ব করিয়াছেন, বা বিবাহের অন্য পক্ষের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বা ব্যভিচারের অভিযোগের পূর্বে যুক্তিসঙ্গত অজুহাত ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে আলাদা করিয়াছেন, অবহেলা বা অসদাচরণ করিয়াছেন।

**মওকুফ।-** এই আইনের অধীন কোনো ব্যভিচারকে মার্জনা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না দাম্পত্য সহবাস পুনরায় শুরু করা হয় বা চলমান থাকে।

১৫। **বিরোধিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণে প্রতিকার।—** স্বামী কর্তৃক দায়েরকৃত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় তাহার ব্যভিচার, যৌক্তিক অজুহাত ছাড়াই নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যক্তা; বা ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতার কারণ প্রদর্শন করিয়া স্ত্রীর দায়েরকৃত মামলায় বিবাদী যদি প্রার্থিত প্রতিকারের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে আদালত এইরূপ মামলায় বিবাদীকে, তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি দরখাস্ত দাখিল করিলে যেইরূপ প্রতিকার প্রাপ্ত হইতেন, সেইরূপ প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবেন এবং বিবাদী উক্তরূপ নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যক্তা সম্পর্কিত প্রমাণ দিতে পারিবেন।

১৬। **শর্ত সাপেক্ষে বিচ্ছেদ ডিক্রি।-** হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদের প্রত্যেকটি ডিক্রি, যাহা জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির নিশ্চিত ডিক্রি নহে, প্রাথমিকভাবে শর্তসাপেক্ষ ডিক্রি হইবে, যাহার সময়সীমা অবসান না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত হইবে না এবং এই সময়সীমা শর্তসাপেক্ষ ডিক্রি ঘোষণার দিন হইতে ছয় মাসের কম হইবে না, যাহা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**যোগ-সাজশ।-** হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময়, নির্দেশিত পদ্ধতিতে উক্ত সময়কালে যে কোনো ব্যক্তি উক্ত ডিক্রিটি পারস্পারিক যোগ-সাজশে বা অত্যাবশ্যক তথ্য আদালতে উপস্থাপন না করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে কারণ দর্শাইয়া উক্ত ডিক্রিটি চূড়ান্ত না করিবার আবেদন করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ কারণ দর্শানো বিবেচনা করিয়া আদালত ডিক্রিটি চূড়ান্ত ঘোষণা করিবে, বা শর্তসাপেক্ষ ডিক্রি খারিজ করিবে, বা অধিকতর তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিবে, বা ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

আইনজীবী ও সাক্ষীসহ এইরূপ কারণ দর্শানোর জন্য উদ্ভূত ব্যয় নির্বাহের জন্য হাইকোর্ট বিভাগ পক্ষগণকে, বা আদালত উপযুক্ত মনে করিলে তাহাদের এক বা একাধিক জনকে বা স্ত্রীর আলাদা সম্পত্তি থাকিলে তাহাকে প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে।

কোনো শর্তসাপেক্ষ ডিক্রি প্রদান করা হইলে, দরখাস্তকারী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এইরূপ ডিক্রি চূড়ান্ত করিতে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, হাইকোর্ট বিভাগ মামলাটি খারিজ করিতে পারিবে।

১৭। **জেলা জজ কর্তৃক বিচ্ছেদ ডিক্রি নিশ্চিতকরণ।-** জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতিটি ডিক্রি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি নিশ্চিতকরণের জন্য তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত আদালত (যেখানে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের সংখ্যা তিন বা ততোধিক) শুনানি করিলে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এবং দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত আদালত (যেখানে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের সংখ্যা দুইজন) শুনানি করিলে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ বিচারকের মতামত অনুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

হাইকোর্ট বিভাগ অধিকতর অনুসন্ধান বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ অনুসন্ধান বা সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

জেলা জজ কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগকে এই ধরনের অনুসন্ধান বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহনের ফলাফল সত্যায়িত করিতে হইবে, এবং উহা বিবেচনা করত হাইকোর্ট বিভাগ বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি নিশ্চিত করিবার আদেশ প্রদান করিবে, বা আদালতের নিকট যেরূপ যথাযথ মনে হয়, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো ডিক্রি নিশ্চিত করা যাইবে না যাহার সময়সীমা ডিক্রি ঘোষণার দিন হইতে ছয় মাসের কম হইবে না এবং যাহা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

জেলা জজ আদালতে মামলাটির অগ্রগতি চলাকালীন, কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহ করেন যে, মামলাটিতে কোনো পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগ-সাজশে কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক, সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, নির্দেশিত পদ্ধতিতে ধারা ৮ এর অধীন মামলাটি অপসারণের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবেন, এবং হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত মনে করিলে মামলাটি অপসারণ করিবে এবং আদি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত হিসাবে বিচার করিবে এবং ধারা ১৬ এর বিধান এইরূপ অপসারিত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; বা হাইকোর্ট বিভাগ জেলা জজকে আভিযুক্ত যোগ-সাজশের বিষয়ে এই জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে যাহা তাঁহাকে ন্যায়বিচার অনুযায়ী ডিক্রি প্রদানে সক্ষম করিবে।

[৮][১৭ক। **রাজার প্রক্টরের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ।-** সরকার ব্রিটিশ রাজার প্রক্টরের ন্যায় এমন একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে যিনি [৯][***] হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের মধ্যে থাকিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি কেন চূড়ান্ত বা, ক্ষেত্রমত, নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়-এই মর্মে কারণ প্রদর্শন করিতে পারিবে; এবং এইরূপ অধিকারটি কীভাবে প্রয়োগ করা হইবে এবং এই অধিকারটির সহিত আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে সরকার বিধিমালা প্রনয়ন করিতে পারিবে।

[১০][***]

[৮] ভারত সরকার (ভারতীয় আইনসমূহ অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা ধারা ১৭ক এর পরিবর্তে ধারা ১৭ক প্রতিস্থাপিত।

[৯] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "উক্ত প্রদেশে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[১০] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত।

## চতুর্থ অধ্যায়

## বিবাহ বাতিল

১৮। **বিবাহ বাতিলের জন্য দরখাস্ত।-** যে কোনো স্বামী বা স্ত্রী জেলা আদালতে বা হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত দাখিল করিয়া বিবাহ বাতিল ঘোষণার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

১৯। **ডিক্রি প্রদানের কারণসমূহ।—** উক্তরূপ ডিক্রি নিম্নলিখিত যে কোনো কারণে প্রদান করা যাইবে:-

(ক) বিবাহের সময় এবং মামলা দায়েরের সময় বিবাদী নপুংসক ছিল;

(খ) জন্মসূত্রে বা আত্মীয়তাসূত্রে (জন্মগত বা আইনগত) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ করিবার নিষিদ্ধ সম্পর্ক রহিয়াছে;

(গ) যে কোনো পক্ষ বিবাহের সময় উন্মাদ বা নির্বোধ ছিল;

(ঘ) বিবাহের সময় যে কোনো পক্ষের প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী জীবিত ছিলেন এবং এইরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত বিবাহ কার্যকর ছিল।

যে কোনো পক্ষের সম্মতি বলপূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে আদায় করা হইয়াছিল-এই কারণে বিবাহ বাতিলের ডিক্রি প্রদানে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার এই ধারার কোনো কিছুই ক্ষুণ্ন করিবে না।

২০। **জেলা জজ এর ডিক্রি নিশ্চিতকরণ।-** জেলা জজ কর্তৃক বিবাহ বাতিলের প্রতিটি ডিক্রি হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে কার্যকর হইবে এবং ধারা ১৭ এর দফা (১), (২), (৩) ও (৪)এর বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে এইরূপ ডিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২১। **বাতিল বিবাহের শিশুরা।—** যেক্ষেত্রে প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী জীবিত ছিলেন-এই ভিত্তিতে কোনো বিবাহ বাতিল করা হয়, এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী বিবাহ সরল বিশ্বাসে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী মৃত ছিলেন, বা যখন অপ্রকৃতস্থতার কারণে বিবাহ বাতিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদানের পূর্বে জন্ম নেওয়া শিশুদের ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে এবং বৈধ শিশুদের মতো একই পদ্ধতিতে পিতা বা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে যেন পিতা বা মাতা বিবাহের সময় চুক্তি করিতে সক্ষম ছিলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

## বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদ

২২। **আহার নিবাস (মেনসা-এট-টোরো) বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি নিষিদ্ধ তবে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদ দরখাস্ত করা যাইবে।-** আহার নিবাস (মেনসা-এট-টোরো)বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না, তবে ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা যৌক্তিক অজুহাত ব্যতীত দুই বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য পরিত্যক্ততার কারণে স্বামী বা স্ত্রী বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ ডিক্রি বিদ্যমান আইনের অধীন মেনসা-এট-টোরো বিবাহ বিচ্ছেদ হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

২৩। **বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত।—** উপরি-উক্ত যে কোনো কারণে বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন স্বামী বা স্ত্রী জেলা আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিতে পারিবেন; এবং আদালত এইরূপ দরখাস্তের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া, এবং দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার কোনো আইনি ভিত্তি না থাকিলে, বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী অবিবাহিত মহিলা বলিয়া বিবেচিত হইবে।-** এই আইনের অধীন প্রতিটি বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, রায় ঘোষণার তারিখ হইতে এবং বিচ্ছেদ চলমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর অর্জিতব্য সকল সম্পত্তির বিষয়ে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী অবিবাহিত মহিলা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অবিবাহিত মহিলা হিসাবে তাহার এইরূপ সম্পত্তি তৎকর্তৃক নিষ্পত্তি হইবে, এবং উইল সম্পাদন ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইলে, উক্ত সম্পত্তি এমনভাবে হস্তান্তর হইবে যেন তাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় সহবাস করেন, তাহা হইলে এই ধরনের সহবাস করিবার সময় তাহার এবং তাহার স্বামীর মধ্যে সম্পাদিত লিখিত চুক্তি সাপেক্ষে সকল সম্পত্তি তাহার আলাদা ব্যবহারের অধীন থাকিবে।

২৫। **চুক্তি ও মামলা করিবার উদ্দেশ্যে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী কুমারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।-** এই আইনের অধীন বিচারিক বিচ্ছেদের প্রতিটি ক্ষেত্রে, চুক্তি, অপরাধ ও ক্ষতি, এবং তৎকর্তৃক দায়েরকৃত বা তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেওয়ানি কার্যধারার উদ্দেশ্যে স্ত্রী বিচ্ছেদরত অবস্থায় অবিবাহিত মহিলা হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং বিচ্ছেদরত অবস্থায় তৎকর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি, কৃত বা করা হইতে বিরত কর্ম, বা উদ্ভূত ব্যয়ের জন্য তাহার স্বামী দায়ি হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বিচারিক বিচ্ছেদের সময়, স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানের ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হইলে, এবং স্বামী কর্তৃক তাহা যথাযথভাবে প্রদান করা না হইলে, স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি দায়ি হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ বিচ্ছেদের সময় তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে প্রদত্ত যে কোনো যৌথ ক্ষমতাবলে কোনো কিছু করা হইতে কোনো কিছুই স্ত্রীকে নিবৃত করিবে না।

### বিচ্ছেদের ডিক্রি বাতিলকরণ

২৬। **স্বামী বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রাপ্ত বিচ্ছেদের ডিক্রি বাতিল করা যাইবে।-** যে কোনো স্বামী বা ক্ষেত্রমত, স্ত্রী যাহার আবেদন বিবেচনা করিয়া বিচারিক বিচ্ছেদ ডিক্রি ঘোষণা করা হইয়াছে, তিনি ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে এইরূপ ডিক্রি বাতিলের প্রার্থনা করিতে পারিবেন এই কারণে যে, ইহা তাহার অনুপস্থিতিতে প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং পরিত্যক্ততার কারণে ডিক্রি ঘোষণার ক্ষেত্রে তর্কিত পরিত্যক্ততার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

আদালত, এই ধরনের আবেদনের সত্যতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া, তদনুসারে ডিক্রিটি বাতিল করিতে পারিবে; তবে এই ধরনের বাতিলের কারণে বিচ্ছেদ আদেশ এবং উহা বাতিলের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃক উদ্ভূত ঋণ, সম্পাদিত চুক্তি বা কৃতকর্মের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির অধিকার বা প্রতিকারকে খর্ব করিবে না বা ক্ষুণ্ন করিবে না।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
## সুরক্ষা-আদেশ

২৭। **পরিত্যক্ত স্ত্রী সুরক্ষার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।-** [১১][উত্তরধিকার আইন, ১৯২৫]-এর ৪ ধারা কোনো স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলে, এবং তিনি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, এইরূপ পরিত্যক্ত হওয়ার পর যেকোনো সময় জেলা আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগে তাহার স্বামী, বা পাওনাদার, বা তাহার অধীনে দাবিদার কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সম্পত্তি, যাহা তিনি উক্তরূপ পরিত্যক্তের পর অর্জন করিতেন বা করিবেন এবং তিনি দখল গ্রহণ করিতেন বা করিবেন, সুরক্ষা আদেশের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

[১১] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যার পরিবর্তে "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

২৮। **আদালত সুরক্ষা-আদেশ দিতে পারিবে।-** আদালত, এইরূপ পরিত্যক্ততার সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে এবং উক্ত পরিত্যক্ততা যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই হইয়া থাকিলে, এবং স্ত্রী তাহার নিজস্ব শ্রম বা সম্পত্তি দ্বারা নিজের ভরণপোষণ করিয়া থাকিলে, স্ত্রীর উপার্জন এবং অন্যান্য সম্পত্তি তাহার স্বামী, বা কোনো পাওনাদার, বা তাহার অধীন দাবিদার কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সুরক্ষার আদেশ দিতে পারিবে। এইরূপ প্রতিটি আদেশে পরিত্যক্ততা শুরুর সময় এবং স্ত্রীর সহিত আচরণকারী সকল ব্যক্তি উক্ত আদেশের উপর চূড়ান্ত নির্ভরতার সময় নির্ধারিত থাকিবে।

২৯। **আদেশ খারিজ বা পরিবর্তন।-** স্বামী বা কোনো পাওনাদার, বা তাহার অধীন দাবিদার কোনো ব্যক্তি আদেশ প্রদানকারী আদালতে এইরূপ আদেশ খারিজ বা পরিবর্তনের আবেদন করিতে পারিবেন, এবং আদালত পরিত্যক্ততার অবসান হইলে, বা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে উপযুক্ত মনে করিলে, আদেশটি খারিজ বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৩০। **আদেশের নোটিশের পর স্ত্রীর সম্পত্তি জব্দ করিলে স্বামীর দায়।-** স্বামী বা কোনো পাওনাদার, বা তাহার অধীন দাবীদার কোনো ব্যক্তি, এইরূপ আদেশের নোটিশ প্রাপ্তির পর স্ত্রীর কোনো সম্পত্তি জব্দ বা দখলে রাখিলে, তিনি স্ত্রীর মামলায় (যাহা তিনি এই আইনের অধীন দায়ের করিতে পারেন) উহা ফিরাইয়া দিতে বা নির্দিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে, এবং উহার দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিতে দায়ী হইবেন।

৩১। **আদেশ জারি থাকাকালীন স্ত্রীর আইনগত মর্যাদা।-** সুরক্ষা আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, স্ত্রী সম্পত্তি ও চুক্তি এবং মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে থাকিবেন যেন তিনি বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

## সপ্তম অধ্যায়

## দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার

৩২। **দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য দরখাস্ত।—** যেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত একে অপরকে সমাজ হইতে প্রত্যাহার করিলে, স্ত্রী বা স্বামী জেলা আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং আদালত এইরূপ দরখাস্তের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে এবং দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার কোনো আইনগত কারণ না থাকিলে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। **দরখাস্তের জবাব।-** দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের দরখাস্তের জবাবে এমন কোনো দাবি করা যাইবে না যাহা বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা বা বিবাহ বাতিলের ডিক্রির পক্ষে যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা না যায়।

## অষ্টম অধ্যায়

## ক্ষতিপূরণ ও খরচ

৩৪। **ব্যভিচারীর নিকট হইতে স্বামী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন।-** বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্তে, বা জেলা আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগের নিকট কেবল ক্ষতিপূরণ আদায়ের দরখাস্তে, যে কোনো স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন।

আদালত অব্যাহতি না দিলে, এইরূপ দরখাস্ত অভিযুক্ত ব্যভিচারী এবং স্ত্রীর নিকট জারি করিতে হইবে।

এইরূপ দরখাস্তের অধীন আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, যদিও বিবাদীগণ বা তাহাদের যেকোনো একজন উপস্থিত না থাকেন।

সিদ্ধান্ত প্রদানের পর, উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ কীভাবে প্রদান করা বা প্রয়োগ করা হইবে, সেই বিষয়ে আদালত নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৫। **ব্যভিচারীকে খরচ প্রদানের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** স্বামীর দাখিলকৃত দরখাস্তে অভিযোগযুক্ত ব্যভিচারীকে সহ-বিবাদী করা হইলে এবং ব্যভিচার প্রমাণিত হইলে, কার্যবিধির সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ প্রদানের জন্য আদালত সহ-বিবাদীকে আদেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সহ-বিবাদীকে দরখাস্তকারীর খরচ প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইবে না,-

(ক) যদি ব্যভিচারের সময় বিবাদী তাহার স্বামী হইতে আলাদা বসবাস করেন এবং পতিতাবৃত্তি করেন, বা

(খ) ব্যভিচারের সময় সহ-বিবাদীর যদি বিবাদীকে বিবাহিত মহিলা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে।

**আবেদনকারীকে খরচ প্রদানের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** ধারা ১৭ এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, আদালত যদি মনে করে যে, আবেদনকারীর এইরূপ হস্তক্ষেপের কোনো ভিত্তি বা পর্যাপ্ত ভিত্তি নাই, তাহা হইলে আবেদনের সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ পরিশোধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

## নবম অধ্যায়

## খোরপোষ

৩৬। **বিচারাধীন মামলায় খোরপোষ।-** এই আইনের অধীন স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক দায়েরকৃত যে কোনো মামলায়, এবং স্ত্রী সুরক্ষার আদেশ প্রাপ্ত হউক বা না হউক, স্ত্রী বিচারাধীন মামলায় খোরপোষের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

এইরূপ দরখাস্ত স্বামীর নিকট জারি করিতে হইবে; এবং দরখাস্তে বর্ণিত বিবৃতি সত্যতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে আদালত বিচারাধীন মামলায় স্ত্রীকে উপযুক্ত পরিমাণ খোরপোষ প্রদানের জন্য স্বামীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচারাধীন মামলায় খোরপোষের পরিমাণ কোনো ক্ষেত্রেই আদেশ প্রদানের তারিখের পূর্বের তিন বছরের স্বামীর গড় নিট আয়ের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না, এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিবাহ বাতিলের ডিক্রির ক্ষেত্রে ডিক্রি চূড়ান্ত, বা, ক্ষেত্রমত, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত খোরপোষ প্রদান করিতে হইবে।

৩৭। **চিরস্থায়ী খোরপোষ দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।—** হাইকোর্ট বিভাগ, উপযুক্ত মনে করিলে, বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি চূড়ান্ত ঘোষণার সময়, বা স্ত্রীর প্রাপ্ত বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি ঘোষণার সময়, এবং জেলা জজ, উপযুক্ত মনে করিলে, বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি নিশ্চিত করিবার সময়, বা স্ত্রীর প্রাপ্ত বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি ঘোষণার সময় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, স্ত্রীকে এককালীন বা আজীবন বার্ষিক ভিত্তিতে স্ত্রীর জীবনযাত্রার মান, স্বামীর যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া যুক্তিযুক্ত পরিমাণ অর্থ স্বামী কর্তৃক আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পক্ষগণ কর্তৃক যথাযথ দলিল সম্পাদনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**মাসিক বা সাপ্তাহিক খোরপোষ দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** উক্তরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোষ ও সহায়তার জন্য মাসিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের জন্য আদালত, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ, স্বামীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তিতে যদি কোনো কারণে স্বামী এই অর্থ প্রদান করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে আদালত আইনসম্মত কারণে আদেশটি বাতিল বা সংশোধন করিবে, বা অর্থ প্রদানের আদেশ সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিবে এবং আদালতের নিকট উপযুক্ত মনে হইলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উক্ত আদেশটি পুনরুজ্জীবিত করিবে।

৩৮। **আদালত স্ত্রী বা তাহার ট্রাস্টিকে খোরপোষ পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবে।-** খোরপোষের জন্য কোনো ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করিলে, আদালত উক্ত খোরপোষের অর্থ স্ত্রীকে বা আদালতের দ্বারা অনুমোদিত তাহার পক্ষে

কোনো ট্রাস্টিকে প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং আদালত উপযুক্ত যে কোনো শর্ত বা বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে, এবং আদালতের নিকট উপযুক্ত মনে হইলে, সময় সময়, একজন নূতন ট্রাস্টি নিয়োগ করিতে পারিবে।

## দশম অধ্যায়

## বন্দোবস্ত

৩৯। **স্বামী এবং শিশুদের সুবিধার জন্য স্ত্রীর সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** স্ত্রীর ব্যভিচারের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ডিক্রি ঘোষণার সময় আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রী কোনো সম্পত্তির অধিকারী, তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, স্বামী বা তাহাদের সন্তান বা উভয়ের স্বার্থে এইরূপ সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষ বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

বিবাহিত স্ত্রীর দলিল সম্পাদনে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ডিক্রি ঘোষণার সময় বা পরে আদালতের আদেশবলে সম্পাদিত বন্দোবস্ত দলিল বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

**ক্ষতিপূরণ বন্দোবস্ত।-** ধারা ৩৪ অনুসারে উদ্ধারকৃত ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ সন্তানদের কল্যাণে বা স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য আদালত বন্দোবস্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪০। **বিবাহ-পূর্ব বা বিবাহ-উত্তর বন্দোবস্তের অস্তিত্ব অনুসন্ধান।-** বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিলের মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ডিক্রি চূড়ান্ত করিবার পরে, এবং জেলা জজ আদালত ডিক্রি নিশ্চিত করিবার পরে বিবাহের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ-পূর্ব বা বিবাহোত্তর সম্পাদিত বন্দোবস্তের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে পারিবে, এবং আদালত যথাযথ বিবেচনা করিলে, স্বামী বা স্ত্রী বা তাহাদের সন্তান (যদি থাকে) বা সন্তান ও পিতামাতা উভয়ের স্বার্থে উক্ত সম্পত্তি, সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত সন্তানদের অকল্যাণ করিয়া পিতামাতা বা তাহাদের যে কোনো একজনের সুবিধার জন্য কোনো আদেশ প্রদান করিবে না।

## একাদশ অধ্যায়

## শিশুদের হেফাজত

৪১। **বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় শিশুদের হেফাজত সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আদালত ডিক্রি প্রদানের পূর্বে, সময় সময়, মামলার পক্ষভুক্ত পিতামাতার নাবালক সন্তানের হেফাজত, খোরপোষ, এবং শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ বলিয়া বিবেচিত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ডিক্রিতে এইরূপ বিধান রাখিতে পারিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে, এইরূপ সন্তানদের উক্ত আদালতের সুরক্ষায় রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪২। **ডিক্রির পরে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আদালত ডিক্রি প্রদানের পরে দরখাস্তের ভিত্তিতে, সময় সময়, মামলার পক্ষভুক্ত পিতামাতার নাবালক সন্তানের হেফাজত, খোরপোষ, এবং শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ বলিয়া বিবেচিত এমনভাবে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে বা এইরূপ সন্তানদের উক্ত আদালতের সুরক্ষায় রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যেন ডিক্রি বা বিচারাধীন মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতো।

৪৩। **বিবাহ অবসান বা বাতিলের মামলায় শিশুদের হেফাজত সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিলের মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ডিক্রি চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বা ডিক্রিতে (ক্ষেত্রমত) সময় সময় মামলার পক্ষভুক্ত পিতামাতার নাবালক সন্তানের হেফাজত, খোরপোষ, এবং শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ বলিয়া বিবেচিত অন্তর্বর্তীকালীন

আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ডিক্রিতে এইরূপ বিধান রাখিতে পারিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে, এইরূপ সন্তানদের উক্ত আদালতের সুরক্ষায় রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

এবং এইরূপ মামলা জেলা জজ আদালতে দায়ের করা হইলে, উক্ত আদালত ডিক্রি নিশ্চিত করিবার পূর্বে বা নিশ্চিত ডিক্রিতে সময় সময় মামলার পক্ষভুক্ত পিতামাতার নাবালক সন্তানের হেফাজত, খোরপোষ, এবং শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ বলিয়া বিবেচিত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ডিক্রিতে এইরূপ বিধান রাখিতে পারিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে, এইরূপ সন্তানদের উক্ত আদালতের সুরক্ষায় রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৪। **ডিক্রি বা ডিক্রি নিশ্চিতকরণের পরে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিলের মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ডিক্রি চূড়ান্ত করিবার পরে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিলের মামলায় জেলা জজ নিশ্চিতকরণের পরে আবেদন (দরখাস্ত)-এর ভিত্তিতে, সময় সময়, মামলার পক্ষভুক্ত পিতামাতার নাবালক সন্তানের হেফাজত, খোরপোষ, এবং শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ বলিয়া বিবেচিত এমনভাবে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে বা এইরূপ সন্তানদের উক্ত আদালতের সুরক্ষায় রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যেন ডিক্রি চূড়ান্ত বা ডিক্রি নিশ্চিতকরণের মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা করা যাইতো।

## দ্বাদশ অধ্যায়
## পদ্ধতি

৪৫। **দেওয়ানি কার্যবিধির প্রয়োগ।-** এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সকল মামলার কার্যক্রম দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪৬। **দরখাস্ত এবং বিবৃতির ফরম।-** এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত ফরমসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, তফসিলে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে।

৪৭। **দরখাস্তের উপর স্ট্যাম্প ও যোগসাজশ অনুপস্থিতি সংক্রান্ত বিবৃতি।-** এই আইনের অধীন বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিবাহ বাতিল বা বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রির দরখাস্তে এই মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে যে, দরখাস্তকারী এবং বিবাহের অন্য পক্ষের সহিত কোনো ষড়যন্ত্র বা যোগসাজশ নাই।

**বিবৃতি যাচাইকরণ।-** এই আইনের অধীন দায়েরকৃত প্রতিটি দরখাস্তে উল্লেখিত বিবৃতি দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সত্যায়ন করিবে এবং শুনানিতে উহা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে।

৪৮। **অপ্রকৃতস্থদের পক্ষে মামলা।-** স্বামী বা স্ত্রী অপ্রকৃতস্থ বা নির্বোধ হইলে, এই আইনের অধীন যে কোনো মামলা (দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা ব্যতীত) তাহার পক্ষে কমিটি বা তাহার হেফাজতের অধিকারী কোনো ব্যক্তি দায়ের করিতে পারিবে।

৪৯। **নাবালকদের মামলা।-** দরখাস্তকারী নাবালক হইলে, আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে, সে তাহার নিকটতম বন্ধু দ্বারা মামলা দায়ের করিবে; এবং এই আইনের অধীন নাবালকের দ্বারা উপস্থাপিত কোনো দরখাস্ত ততক্ষণ দায়ের করা হইবে না যতক্ষণ না নিকটতম বন্ধু ব্যয় নির্বাহের জন্য লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করে।

উক্তরূপ অঙ্গীকার আদালতে দায়ের করিতে হইবে এবং নিকটতম বন্ধু এমন পদ্ধতিতে এবং পরিমাণে দায়ী হইবে যেন তিনি সাধারণ মামলায় বাদী।

৫০। **দরখাস্ত জারি।-** এই আইনের অধীন প্রত্যেকটি দরখাস্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত দ্বারা প্রভাবিত পক্ষের নিকট জারি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে এইরূপ দরখাস্ত জারি করা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫১। **সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি।-** আদালতে সকল মামলার কার্যক্রমে উপস্থিত স্বাক্ষীদের মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোনো পক্ষ নিজেকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করিলে, অন্যান্য সাক্ষীদের ন্যায় তাহার জবানবন্দী, জেরা ও পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে, পক্ষগণ হলফনামার মাধ্যমে তাহাদের মামলাগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সত্যায়ন করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ হলফনামার হলফকারীকে, অপর পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা আদালতের নির্দেশ সাপেক্ষে, মৌখিকভাবে জেরা করা যাইবে এবং এইরূপ জেরার পর মৌখিকভাবে পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা যাইবে।

৫২। **নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যক্ততার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর যোগ্যতা।-** কোনো স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহার স্বামীর ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতা বা ব্যভিচার ও পরিত্যক্ততার অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিলে, স্বামী ও স্ত্রী এইরূপ নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যক্ততার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম এবং বাধ্য হইবেন।

৫৩। **রুদ্ধদ্বার বিচার করিবার ক্ষমতা।-** এই আইনের অধীনে কোনো মামলার কার্যক্রম, আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, সম্পূর্ণ বা আংশিক রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি করা যাইবে।

৫৪। **মুলতুবী করিবার ক্ষমতা।**— আদালত, সময় সময়, এই আইনের অধীন যে কোনো দরখাস্তের শুনানি মুলতুবী করিতে পারিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে অধিকতর সাক্ষ্য তলব করিতে পারিবে।

৫৫। **আদেশ ও ডিক্রি জারি এবং আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল, খরচ প্রদান আদেশের বিরুদ্ধে আপিল প্রযোজ্য নয়।-** আদি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত ডিক্রি ও আদেশ যেভাবে কার্যকর করা হয় এবং আপাতত বলবৎ আইন আনুযায়ি উহার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়, সেই একইভাবে এই আইনের অধীন কোনো মামলা বা কার্যক্রমে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সকল ডিক্রি ও আদেশ কার্যকর করা যাইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিবাহ বাতিলের ডিক্রির বিরুদ্ধে এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এইরূপ ডিক্রি নিশ্চিত বা প্রত্যাখ্যাত করিয়া প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, শুধু খরচের বিষয়ে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি বা আদেশর বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাইবে না।

৫৬। **সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের।-** যে কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক আপিল এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত এই আইনের অধীন কোনো ডিক্রি (শর্তসাপেক্ষ ডিক্রি ব্যতীত) বা আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগের বা ডিভিশন আদালতের বিচারক কর্তৃক আদি এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত কোনো ডিক্রি (শর্ত সাপেক্ষ ডিক্রি ব্যতীত) বা আদেশের বিরুদ্ধে, যাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করা যায় না, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন, যখন হাইকোর্ট বিভাগ ঘোষণা করে যে, মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিলের জন্য উপযুক্ত।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

## পুনঃবিবাহ

৫৭। **পক্ষগণের পুনঃবিবাহ করিবার স্বাধীনতা।-** জেলা জজ কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি নিশ্চিত করিয়া প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রদানের ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে, বা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রদানের ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে এবং এইরূপ ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগের আপিলের এখতিয়ারে কোনো আপিল দায়ের করা না হইলে, বা এইরূপ দাখিলকৃত আপিল খারিজ হইলে, বা এইরূপ দাখিলকৃত আপিলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় আইনত পুনঃবিবাহ করিতে পারিবেন যেন পূর্বের বিবাহটি মৃত্যু দ্বারা অবসান হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এইরূপ আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা হইলে উহা প্রযোজ্য হইবে না।

এইরূপ দাখিলকৃত আপিল খারিজ হইলে, বা এইরূপ দাখিলকৃত আপিলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় আইনত পুনঃবিবাহ করিতে পারিবেন যেন পূর্বের বিবাহটি মৃত্যু দ্বারা অবসান হইয়াছে।

৫৮। **ব্যভিচারের কারণে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিবাহ সম্পাদনে ইংরেজ ধর্মজাযক বাধ্য নহে।-** পূর্বের বিবাহ ব্যভিচারের কারণে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদনে চার্চ অব ইংল্যান্ডের আদেশে নিযুক্ত কোনো ধর্মজাযককে বাধ্য করা যাইবে না বা এইরূপ বিবাহ সম্পাদনের জন্য বা সম্পাদনে অস্বীকৃতির জন্য তাহাকে কোনো মামলা, জরিমানা বা তিরস্কারের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

৫৯। **বিবাহ অনুষ্ঠান অস্বীকৃত হইলে ইংরেজ ধর্মজাযক তাহার গীর্জা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন।-** কোনো গির্জার ধর্মজাযক কোনো ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ বিবাহ সেবা প্রদানে অস্বীকার করিলে, তিনি তাহার গির্জার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অন্য ধর্মজাযককে উক্তরূপ বিবাহ সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান করিবেন।

## চতুর্দশ অধ্যায়

## বিবিধ

৬০। **ডিক্রি বা সুরক্ষা-আদেশ রদের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পাদিত কর্মের বৈধতা।-** এই আইনের অধীনে স্ত্রীর পক্ষে প্রাপ্ত প্রত্যেক বিচারিক বিচ্ছেদের ডিক্রি বা সম্পত্তি সুরক্ষার আদেশ, রদ বা খারিজ না হওয়া পর্যন্ত, স্ত্রী সুরক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তির, যতদূর প্রয়োজন ততদূর, বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

এইরূপ ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে উক্ত ডিক্রি বা আদেশ রদ, খারিজ বা পরিবর্তনের তারিখের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা কর্মের মাধ্যমে অর্জিত কোনো ব্যক্তির অধিকার বা প্রতিকার উক্ত ডিক্রি বা আদেশ রদ, খারিজ বা পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

**ডিক্রি বা সুরক্ষা আদেশ রদের নোটিশ প্রাপ্তির পূর্বে স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের ক্ষতিপূরণ।-** এইরূপ কোনো ডিক্রি বা আদেশের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল ব্যক্তি উক্ত ডিক্রি বা আদেশ প্রাপ্ত স্ত্রীর পক্ষে কোনো অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি হস্তান্তর অনুমতি বা কর্ম সম্পাদন করেন, উক্তরূপ ডিক্রি বা আদেশ রদ, খারিজ বা পরিবর্তন হওয়া বা স্বামী হইতে স্ত্রীর বিচ্ছেদ অবসান হওয়া, বা ডিক্রি বা আদেশের কার্যকারিতা বজায় না থাকা সত্ত্বেও এইরূপ অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি হস্তান্তর অনুমতি বা কর্ম সম্পাদন সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকিবে যেন এইরকম অর্থ প্রদান, সম্পত্তি হস্তান্তর অনুমতি বা কর্ম সম্পাদনের সময় উক্ত ডিক্রি বা আদেশ কোনো প্রকার পরিবর্তন ব্যতীত বৈধ ছিল এবং বিবাহ বিচ্ছেদ চলমান ছিল। তবে উক্তরূপ ডিক্রি বা আদেশ রদ, খারিজ বা পরিবর্তন হওয়া বা স্বামী হইতে স্ত্রীর বিচ্ছেদ অবসান হওয়া, বা ডিক্রি বা আদেশের কার্যকারিতা বজায় না থাকার নোটিশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো অর্থ প্রদান, সম্পত্তি হস্তান্তর অনুমতি বা কর্ম সম্পাদন করিলে তাহা বৈধ হইবে না।

৬১। **অপরাধমূলক কথোপকথনের মামলা দায়েরে বাধা।-** এই আইন কার্যকর হইবার পর, ধারা ২ ও ১০ এর অধীন দরখাস্ত দাখিল করিতে সক্ষম কোনো ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত অপরাধমূলক কথোপকথনের মামলা করিতে পারিবেন না।

৬২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** হাইকোর্ট বিভাগ এই আইনের অধীন, সময় সময়, সমীচীন বিবেচনা করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবে, এবং সময় সময়, উহা সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বিধি, সংশোধন ও সংযোজন এই আইনের বিধানাবলি এবং দেওয়ানী কার্যবিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

এইরূপ বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইতে হইবে।

## ফরমসমূহের তফসিল

### ১ নং। ব্যভিচারের কারণে সহ-বিবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণসহ স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত।

(ধারা ১০ ও ৩৪ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [ বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী 'ক' এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। গত -------- তারিখে দরখাস্তকারী 'খ'-এর সহিত আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তখন 'গ' অবিবাহিতা ছিলেন।

২। উক্ত বিবাহের সময় হইতে দরখাস্তকারী তাহার স্ত্রীর সহিত বসবাস ও সহবাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং দরখাস্তকারী ও তাহার স্ত্রীর বিবাহিত সম্পর্কে পাঁচটি সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে, যাহার মধ্যে দুইটি পুত্র সন্তান জীবিত আছে, যাহাদের বয়স যথাক্রমে বারো এবং চৌদ্দ বৎসর।

৩। গত ------ তারিখের পূর্বে তিন বৎসর যাবত 'গ' দরখাস্তকারীর বাসায় বসবাস করিয়াছিলেন এবং উক্ত সময়ের মধ্য 'খ'-এর সহিত 'গ' একাধিকবার ব্যভিচারে লিপ্ত হন।

৪। বিবাহ বিচ্ছেদ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দরখাস্তকারী এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বা যোগসাজশ বিদ্যমান নাই।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা-

বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি এবং দরখাস্তকারীর স্ত্রীর সহিত 'গ' ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য ৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং মাননীয় আদালতের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হয় এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**'ক'**

সত্যপাঠের ফরম

আমি 'ক', উপরি-উক্ত দরখাস্তের দরখাস্তকারী ঘোষণা করিতেছি যে, দরখাস্তে বর্ণিত বক্তব্য আমার তথ্য এবং বিশ্বাস মতে সত্য।

**২ নং। বিবাদীর পক্ষে ১ নং দরখাস্তের জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

তারিখঃ

‘ক’

---- দরখাস্তকারী

বনাম

‘খ’

------বিবাদী

ও

‘গ’

------সহ-বিবাদী

‘খ’ বিবাদী তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে এই দরখাস্তের জবাবে তাহার বক্তব্য এই যে, তিনি উক্ত দরখাস্তের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তাহার বিরুদ্ধে আনিত ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।

অতএব, বিবাদী প্রার্থনা এই যে, এই (মাননীয়) আদালত উক্ত দরখাস্তটি খারিজ করিবেন।

(স্বাক্ষর)

**‘খ’**

**৩ নং। সহ-বিবাদীর পক্ষে ১ নং দরখাস্তের জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

তারিখঃ

‘ক’

---- দরখাস্তকারী

বনাম

‘খ’

------বিবাদী

ও

‘গ’

------সহ-বিবাদী

‘গ’ সহ-বিবাদীর এই দরখাস্তের জবাবে বক্তব্য এই যে, তিনি উক্ত দরখাস্তে তাহার বিরুদ্ধে আনীত ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন।

অতএব, সহ-বিবাদীর প্রার্থনা এই যে, এই (মাননীয়) আদালত উক্ত দরখাস্তটি খারিজ করিবেন এবং উক্ত দরখাস্তের খরচ প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীকে আদেশ প্রদান করিবেন।

(স্বাক্ষর)

**‘গ’**

**৪ নং। বিবাহ বাতিল ডিক্রির দরখাস্ত।**

(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [ বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী ‘ক’ বেনামে ‘খ’-এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। দরখাস্তকারী ‘খ’ আঠারো বৎসরের অবিবাহিত মহিলা থাকা অবস্থায় গত আঠারোশত --------- তারিখে- ৩০ বৎসরের যুবক ‘গ’ এর সহিত বাংলাদেশের কোনো একটি স্থানে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

২। উক্ত বিবাহের তারিখ হইতে ---- তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারী তাহার স্বামী ‘গ’-এর সহিত বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া উপরি-উল্লিখিত স্থানে বসবাস করিতেছেন।

৩। ‘গ’ কখনও যৌন মিলন দ্বারা মেকি বিবাহ সম্পূর্ণ করেননি।

৪। দরখাস্তকারীর সহিত মেকি বিবাহের সময়, ‘গ’ পুরুষত্বহীনতা বা বিকলাঙ্গতার কারণে বিবাহ চুক্তি সম্পাদন করিতে আইনগতভাবে অক্ষম ছিলেন।

৫। দরখাস্তকারী এবং ‘গ’-এর মধ্যে মামলার বিষয়ে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বা যোগসাজশ বিদ্যমান নাই।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত বিবাহ অকার্যকর ও বাতিল ঘোষণার ডিক্রি প্রদানে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**‘ক’**

সত্যপাঠের ফরম

(১ নং ফরম দ্রষ্টব্য)

**৫ নং। স্বামীর ব্যভিচারের কারণে স্ত্রী কর্তৃক বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত।**

(ধারা ২২ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [ বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী 'ক', 'খ'-এর স্ত্রীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। গত --------- তারিখে দরখাস্তকারী 'ক'-এর সহিত 'খ'-এর -------- গির্জায় আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

২। উক্ত বিবাহের পরে দরখাস্তকারী 'খ'-এর সহিত ------- এবং ----------এ সহবাস করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী ও তাহার স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কে তিনটি সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে।

৩। গত ------ হইতে -------- তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে 'গ'-এর সহিত 'খ' একাধিকবার ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছেন।

৪। গত ------ হইতে -------- তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময় 'ঘ'-এর সহিত 'খ' একাধিকবার ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছেন।

৫। এই মামলার বিষয়ে দরখাস্তকারী ও 'খ'-এর মধ্য কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা যোগসাজশ বিদ্যমান নাই।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত ব্যভিচারের কারণে তাহার স্বামীর নিকট হইতে বিচারিক বিবাহ ডিক্রি প্রদানে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**'ক'**

সত্যপাঠের ফরম

(১ নং ফরম দ্রষ্টব্য)

**৬ নং। ৫ নং দরখাস্তের জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

তারিখঃ

‘ক’

---- দরখাস্তকারী

বনাম

‘খ’

------বিবাদী

‘খ’ বিবাদী তাহার আইনজীবী ‘প’-এর মাধ্যমে উক্ত দরখাস্তের জবাবে তাহার বক্তব্য এই যে,-

১। তিনি উক্ত দরখাস্তের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তাহার বিরুদ্ধে আনীত ‘গ’-এর সহিত ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন।

২। দরখাস্তকারী ‘গ’-এর সহিত ব্যভিচার (যদি থাকে) মার্জনা করিয়াছেন।

৩। তিনি উক্ত দরখাস্তের চতুর্থ অনুচ্ছেদে তাহার বিরুদ্ধে আনিত ‘ঘ’-এর সহিত ব্যভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন।

৪। দরখাস্তকারী ‘ঘ’-এর সহিত ব্যভিচার (যদি থাকে) মার্জনা করিয়াছেন।

অতএব, বিবাদী প্রার্থনা এই যে, এই (মাননীয়) আদালত উক্ত দরখাস্তটি খারিজ করিবেন।

(স্বাক্ষর)

**‘খ’**

**৭ নং। ৬ নং জবাবের পাল্টা জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

তারিখঃ

‘ক’

---- দরখাস্তকারী

বনাম

‘খ’

------বিবাদী

‘ক’ দরখাস্তকারী তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে পাল্টা জবাবে তাহার বক্তব্য এই যে,-

১। দরখাস্তকারী অস্বীকার করিতেছে যে, জবাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত ‘গ’-এর সহিত ব্যভিচার তিনি মার্জনা করিয়াছেন।

২। তিনি উক্ত ব্যভিচার মার্জনা করিয়া থাকিলেও দরখাস্তের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিবাদী ‘ঘ’-এর সহিত পরবর্তী ব্যাভিচার দ্বারা উহা পুনরুত্থিত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর)

**‘ক’**

**৮ নং। নিষ্ঠুরতার কারণে বিচারিক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত।**

(ধারা ২২ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী 'ক', ('খ'-এর স্ত্রী)-এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। গত --------- তারিখে দরখাস্তকারী 'ক'-এর সহিত 'খ'-এর -------- গির্জায় আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

২। উক্ত বিবাহের পরে দরখাস্তকারী 'খ'-এর সহিত ------- স্থানে ------- তারিখ পর্যন্ত আলাদা না হওয়া পর্যন্ত বসবাস ও সহবাস করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী ও তাহার স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কে কোন সন্তান জন্মলাভ করে নাই।

৩। উক্ত বিবাহের অল্প কয়েকদিন পর থেকেই 'খ' অভ্যাসগতভাবে দরখাস্তকারীর সহিত অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া আসিতেছেন এবং প্রায়শই নিকৃষ্টতম অবমাননাকর ভাষায় গালিগালাজ এবং মুঠি, বেত বা অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিয়া আসিতেছেন।

৪। গত --------- তারিখে ---------- স্থানে 'খ' দরখাস্তকারীকে ধাক্কা মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীর ভাইয়ের হস্তক্ষেপের ফলে অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছিলেন।

৫। পরবর্তীতে, একই সন্ধ্যায় 'খ' তাহার মুষ্টিবদ্ধ্ হাত দ্বারা দরখাস্তকারীর মুখের উপর হিংস্রভাবে আঘাত করেন।

৬। গত --------- তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় 'খ' বিনা উস্কানিতে একটি ছুরি নিক্ষেপ করিয়া দরখাস্তকারীর ডানহাত গুরুতর আহত করিয়াছিলেন।

৭। 'খ'-এর অব্যাহত কঠোর এবং নিষ্ঠুর আচরণের কারণে গত --------- তারিখ বিকালে দরখাস্তকারী তাহার স্বামীর বাড়ি হইতে তাহার পিতার বাড়িতে চলিয়া আসেন এবং তখন হইতে দরখাস্তকারী তাহার স্বামী থেকে পৃথকভাবে বসবাস করিতেছেন এবং কখনও তাহার স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়া যান নাই এবং তাহার সহিত সহবাস করেন নাই।

৮। এই মামলার বিষয়ে দরখাস্তকারী ও 'খ'-এর মধ্যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বা যোগসাজশ বিদ্যমান নাই।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাহার স্বামীর নিকট হইতে বিচারিক বিবাহ ডিক্রি প্রদানে এবং উক্ত দরখাস্তের খরচ প্রদানের জন্য 'খ'কে আদেশ প্রদান করিতে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**'ক'**

সত্যপাঠের ফরম

(১ নং ফরম দ্রষ্টব্য)

**৯ নং। ৮ নং দরখাস্তের জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

তারিখঃ

‘ক’

---- দরখাস্তকারী

বনাম

‘খ’

------বিবাদী

‘খ’ বিবাদী তাহার আইনজীবী ‘গ’-এর মাধ্যমে এই দরখাস্তে জবাবে তাহার বক্তব্য এই যে, তিনি উক্ত দরখাস্তে তাহার বিরুদ্ধে আনীত নিষ্ঠুরতার অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন।

(স্বাক্ষর)

**‘খ’**

**১০ নং। বিবাহ বিচ্ছেদ ডিক্রি রদের দরখাস্ত।**

(ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [ বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী ‘ক’-এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। গত --------- তারিখে দরখাস্তকারী ‘ক’-এর সহিত ‘খ’-এর -------- গির্জায় আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

২। গত --------- তারিখে মাননীয় আদালত --------- দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া নিম্নরূপ ডিক্রি ঘোষণা করিয়াছেনঃ

[এখানে ডিক্রি বর্ণনা করুন]

৩। উক্ত ডিক্রি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে প্রদান করা হইয়াছে, যখন দরখাস্তকারী ----- -এ বসবাস করছিলেন।

[দরখাস্তকারী উক্ত কার্যধারা সম্পর্কে জানিতেন না; এবং জানিতে পারিলে পর্যাপ্ত আত্নরক্ষা করিতে পারিতেন]

অথবা

৪। দরখাস্তকারী তাহার উক্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

[স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথক থাকিবার আইনগত কারণ দরখাস্তকারী বর্ণনা করিবেন]

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত ডিক্রি রদ করিতে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**‘ক’**

সত্যপাঠের ফরম

(১ নং ফরম দ্রষ্টব্য)

**১১ নং। সুরক্ষা-আদেশের জন্য দরখাস্ত**

(ধারা ২৭ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [ বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী 'ক', 'খ'-এর স্ত্রী-এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। গত --------- তারিখে দরখাস্তকারী 'ক'-এর সহিত 'খ'-এর -------- গির্জায় আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

২। উক্ত বিবাহের পরে দরখাস্তকারী 'খ'-এর সহিত ------- স্থানে ------- বৎসর যাবত বসবাস ও সহবাস করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী ও তাহার স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কে ....জন সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে, যাহারা দরখাস্তকারীর সহিত বসবাস করিতেছে এবং সম্পূর্ণ তাহার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল।

৩। গত --------- তারিখে 'খ' দরখাস্তকারীকে যুক্তিযুক্ত অজুহাত ছাড়াই পরিত্যক্ত করিয়াছেন এবং তখন থেকেই দরখাস্তকারীকে আলাদা রাখিয়াছেন।

৪। উক্ত পরিত্যক্ততার সময় হইতে দরখাস্তকারী তাহার নিজস্ব শ্রম [বা সম্পত্তি দ্বারা, ক্ষেত্রমত] নিজের ভরণপোষণ করিতেছেন; অন্যথায় দরখাস্তকারী ------ পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিতেন [এখানে সম্পত্তির প্রকৃতি উল্লেখ করুন]।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত 'খ' বা সকল পাওনাদার, বা তাহাদের অধীন দাবিকৃত যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ----- তারিখ থেকে তাহার অর্জিত সকল আয় এবং সম্পত্তি সুরক্ষা আদেশ করিতে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**'ক'**

## ১২ নং। বিচারাধীন মামলায় খোরপোষের জন্য দরখাস্ত

(ধারা ৩৬ দ্রষ্টব্য)

### হাইকোর্ট বিভাগ

প্রতি,

মাননীয় বিচারপতি জনাব [বিচারক----]

তারিখঃ

দরখাস্তকারী 'ক', 'খ'-এর আইনসম্মত স্ত্রী-এর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১. 'খ' কিছু বৎসর যাবৎ -------- স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন এবং উক্ত ব্যবসা হইতে নিট বার্ষিক আয় ৪,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্জন করিয়াছেন।

২। 'খ'-এর বাসায় অর্জিত বা ক্রয়কৃত প্লেট, আসবাব, লিনেন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দরখাস্তকারী তাহার স্ত্রী হিসাবে পাইয়াছিলেন যাহার মুল্য ১০,০০০ টাকা।

৩। 'খ' তাহার পিতার উইল-এর অধীন তাহার মায়ের জীবনস্বার্থ সাপেক্ষে ৫,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বা অন্য কোনো পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী।

অতএব, মাননীয় আদালতের নিকট দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, বিচারাধীন মামলায় দরখাস্তকারীকে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ খোরপোষ প্রদানের জন্য ডিক্রি ঘোষণা করিতে মর্জি হয়।

(স্বাক্ষর)

**'ক'**

সত্যপাঠের ফরম

(১ নং ফরম দ্রষ্টব্য)

**১৩ নং। ১২ নং দরখাস্তের জবাব।**

**হাইকোর্ট বিভাগ**

'ক'

---- দরখাস্তকারী

বনাম

'খ'

------বিবাদী

উক্ত বিবাদী বিচারাধীন মামলায় খোরপোষের জন্য দরখাস্তের জবাবে বক্তব্য এই যে,

১। উল্লিখিত দরখাস্তের প্রথম অনুচ্ছেদের উত্তরে আমি বলিতেছি যে, আমি গত তিন বৎসর যাবত -------- স্থানে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছি এবং আমার বার্ষিক আয় আনুমানিক ৯০০ টাকা, তবে এক হাজার টাকারও কম।

২। উক্ত দরখাস্তের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের উত্তরে আমি বলিতেছি যে, আমার বাসায় প্লেট, আসবাব, লিনেন এবং অন্যান্য জিনিস-পত্রের মূল্য ৭,০০০ টাকার অধিক নয় এবং উক্ত জিনিসপত্রের মধ্যে ১৫০০ টাকা মূল্যের জিনিস-পত্র আমার স্ত্রীর যাহা সে আমাদের বিবাহের পূর্বে অর্জন করিয়াছিল আর এর অবশিষ্ট অংশগুলি আমি নিজের অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়াছি এবং উক্ত জিনিসপত্রের অতিরিক্ত কিছু আমি অর্জন করিতে পারি নাই।

৩। আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি আমার পিতার উইল-এর অধীন আমার মায়ের জীবনস্বার্থ সাপেক্ষে, ৫,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বা অন্য কোন পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী যাহা আমি আমার মাতার মৃত্যুর পরে অধিকারী হইব এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে ২০০০ টাকা পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত ঋণের জন্য আমি বর্তমানে বাৎসরিক ৫% হারে সুদ প্রদান করিতেছি।

৪। উল্লিখিত দরখাস্তের উত্তরে আমি আরও বলিতেছি যে, আমার পূর্বোক্ত ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত আয় ব্যতীত আমার আর কোনো আয় নেই। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার পর আমার আয় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে, এবং এই রকম হ্রাস অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উক্ত আয় হইতে আমার প্রয়াত পিতার নির্বাহকদের উল্লিখিত সুদের জন্য আমাকে বার্ষিক ১০০ টাকা দিতে হয় এবং আমার নিজের ও আমার দুই বড় সন্তানকে ভরণপোষণ করিতে হয়।

৫। উল্লিখিত দরখাস্তের উত্তরে আমি আরও বলিতেছি যে, গত ----- তারিখে আমার স্ত্রী বাসা ত্যাগ করিবার সময় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বর্ণিত বাসার প্লেট, আসবাব, লিনেন এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র যাহার মুল্য কমপক্ষে ৮০০ টাকা নিয়া গিয়াছে এবং উক্ত জিনিস-পত্র তাহার নিকট রাখিয়াছে এবং আমি আরও বলিতেছি যে, আমার বাড়ি হইতে বিদায় নেওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে, আমার স্ত্রী আমার কিছু ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে বিল পাইয়াছিল যাহার মোট পরিমাণ -------টাকা , এবং তিনি এখনও উক্ত টাকা নিজের কাছে রাখিয়াছেন।

(স্বাক্ষর)

**'খ'**

## ১৪ নং। নাবালকের নিকটতম বন্ধু দ্বারা ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গীকার

(ধারা ৪৯ দ্রষ্টব্য)

**হাইকোর্ট বিভাগ**

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী 'ক', নাবালক 'খ'-এর নিকটতম বন্ধু, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুসারে এই আদালতে 'গ'-এর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করিতে ইচ্ছুক, এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই মামলাটির ব্যয় প্রদানে 'খ' ব্যর্থ হইলে, আমি দায়বদ্ধ থাকিব এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এইরূপ মামলার সকল ব্যয় আমি তৎক্ষণাৎ এই আদালতের যথাযথ কর্মকর্তাকে প্রদান করিব।

তারিখঃ

(স্বাক্ষর)

**'ক'**